দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হামলা থেকে বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টা ইবি শিক্ষকদের

ইবিতে শিক্ষক সমিতির বৈঠকে ছাত্রলীগের হামলা : আহত ৩০

❑ ইবি রিপোর্টার

দীর্ঘ চার মাস কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অচলাবস্থায় রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে সকাল সাড়ে ১০টায় মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এসময় কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক ৩ ঘণ্টা অবরোধ থাকলে হাজার হাজার যানবাহনের তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিকে বেলা ১২টায় শিক্ষক লাউঞ্জে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে শিক্ষক সমিতি সমঝোতার বৈঠকে বসে। সমিতির সিদ্ধান্ত ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দিকে গেলে হঠাৎ করে অবাঞ্ছিত প্রক্টর

পৃ ২ ক ১৬

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত

কয়েকদিন থেকে আন্দোলন করে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি হিসেবে শনিবার সকাল ১০টায় প্রশাসন ভবনের সামনে শিক্ষার্থীরা অনশন কর্মসূচি পালন করতে থাকে। পরে কৌশলে ইবি শাখা ছাত্রলীগ যোগ দিয়ে আন্দোলন তাদের আয়ত্তে নিয়ে

ইবিতে শিক্ষক সমিতির বৈঠকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও ছাত্র-উপদেষ্টার ইশারায় ছাত্রলীগের কয়েক নেতাকর্মীরা শিক্ষক সমিতির রুম অবরুদ্ধ করে। অবস্থার অবনতি দেখে প্রক্টর ড. আক্তারুল ইসলাম ছাত্র-উপদেষ্টা ড.ম. লোকমান হাকিম ঘটনাস্থল থেকে চলে গেলে ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে শতাধিক নেতাকর্মীরা শিক্ষক সমিতির বৈঠকে ঢুকে পরে হামলা চালায় বলে হামলার শিকার শিক্ষকরা জানান। হামলায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ ৩০ জন শিক্ষক আহত হয়। এতে গুরুতর আহত হন অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক ড. রুহুল আমিন ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. রেজওয়ান সিদ্দিকি, অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক ড. শফুর গাজি, অধ্যাপক ড. আহাদীর হোসাইন, অধ্যাপক ড. গোলাম মওলা। এসময় বহিরাগত কিছু ক্যাডার কয়েক শিক্ষকের মোবাইল ও ঘড়ি ছিনতাই করেছে বলে জানিয়েছে শিক্ষকরা। এদিকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শিক্ষকদের ঘিরে ফেললে তোপের মুখে শিক্ষক সমিতির সভাপতি রবিবার থেকে ক্লাস-পরীক্ষা নেয়ার ঘোষণা দেন। ক্লাস-পরীক্ষা চালুর ঘোষণার পর নেতাকর্মীরা চলে গেলে শিক্ষকরা অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু পরিষদের আহ্বায়ক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আহাদীর হোসাইন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্য দুর্নীতিবাজ প্রক্টর ও ছাত্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করি। এ সময়ে প্রক্টর ও ছাত্র-উপদেষ্টার কানে গেলে তারা ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়। শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলায় আজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার ক্ষুব্ধিত হয়েছে। আমরা এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

এ বিষয়ে ভিসি অধ্যাপক ড. আব্দুল হাকিম সরকার বলেন, "শিক্ষকদের ওপর হামলা এটি সত্যিই দুঃখ জনক। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই। তবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে ২৪ ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়েছি। আশা করা যায় অনতিবিলম্বে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।"